পুরাতন নিয়মের বাপ্তিষ্ম
আদিপুস্তক ১৭.৯-১৪ পদ

যখন দুই বা ততোধিক মানুষের মধ্যে কোন চুক্তি সাধিত হয়, তখন তাদের সেই মিলন বা অঙ্গীকারের প্রতীক হিসাবে তারা কোন চিহ্নকে ঠিক করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক যখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তারা বিয়ের আংটি বিনিময় করে থাকে। সেই আংটির দ্বারা তারা একে অন্যের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার শপথ নেয়। একইভাবে, অব্রাহাম ও তার বংশধরদের সঙ্গে ঈশ্বর যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তিনি সেই চুক্তির একটা চিহ্ন দিতে চাইলেন; যে চিহ্ন সেই চুক্তির অন্তর্গত সমস্ত মানুষ ধারণ করবে। অব্রাহাম ও তার বংশধরদের সঙ্গে ঈশ্বরের এই চুক্তির চিহ্ন হল ত্বকচ্ছেদ। যার অর্থ প্রত্যেক পুরুষের লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করা। প্রত্যেক পুরুষ সন্তানের জন্মের ৮দিন পরে লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করতে হত।

আদিপুস্তক ১৭.৯-১৪ পদের ব্যখ্যা

এর আগে আমরা আদিপুস্তক ১৫ অধ্যায়ে, অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন দেখেছি, যখন সেই সমস্ত দ্বিখণ্ডিত পশুদের মধ্য দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর গমন করেছিলেন। আদিপুস্তক ১৭ অধ্যায়ে ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে এই চুক্তিকে মুদ্রাঙ্কিত করেছেন; যার ফলস্বরূপ, অব্রাহাম ও তার বংশধররা তাদের শরীরে এই চুক্তির চিহ্ন লাভ করে। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মধ্যে, ১৬ অধ্যায়ে, আমরা ঈশ্বরের প্রতি অব্রাহামের বিশ্বাসে ঘাটতি দেখতে পেয়েছি। স্ত্রীর কথা শুনে অব্রাহাম মিসর থেকে আনা সারীর দাসী হাগারকে বিয়ে করেছে। অব্রাহামের এই ব্যর্থতা দেখে ঈশ্বর একটি বাহ্যিক চিহ্ন দানের মাধ্যমে অব্রাহামের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে চাইলেন। কারণ, চুক্তির চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্ক হিসাবে ত্বকচ্ছেদ অব্রাহামকে চিরকাল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার নিরাপত্তা স্মরণ করিয়ে দেবে।

চুক্তির এই চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক দেবার আগে ঈশ্বর অব্রাহামের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারকে পুনরায় স্মরণ করে বলেছেন, ***"আমি তোমকে প্রচুর ফলে ফলবান করব। . . . তোমার থেকে রাজারা উৎপন্ন হবে। তোমার ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সঙ্গে আমি চিরকালের নিয়ম করব; আমি তোমার ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হব। আমি এই দেশ (কনান) তোমার ও তোমার ভাবী বংশের অধিকারার্থে দেব"*** (৬-৮ পদ)। এই কথা বলার পর ঈশ্বর অব্রাহাম ও তার বংশধরদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এর আগে যদিও অব্রাহামকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে গমনাগমন করে সিদ্ধ হতে বলা হয়েছে (১ পদ); কিন্তু এখানে একটি বিশেষ প্রয়োজনের কথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অব্রাহাম বা তার বংশধরদের পছন্দ বা অপছন্দের কোন সুযোগ নেই। ঈশ্বর তাদের উপর হুকুম জারি করে বলেছেন, *"তুমি আমার নিয়ম পালন করবে; তুমি ও তোমার ভাবী বংশ পুরুষানুক্রমে তা পালন করবে।"*

" . . . আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করবে, তা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বকচ্ছেদ হবে।" এখানে এই চুক্তি এবং চুক্তির মুদ্রাঙ্ক এত ঘনিষ্ট সম্পর্কে সম্পর্কীত যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। ১৩ পদে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার, যেখানে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"তোমাদের মাংসে বিদ্যমান আমার নিয়ম চিরকালের নিয়ম হবে।"*** এখানে মুদ্রাঙ্ক কে চুক্তির অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে নির্দেশ করা নয়; কিন্তু মুদ্রাঙ্ক কেই চুক্তি বলা হয়েছে।

আবার ১১ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"তাহাই তোমাদের সঙ্গে আমার নিয়মের চিহ্ন হবে।"*** চিহ্ন সর্বদা কোনও বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে অব্রাহাম ও তার বংশধরদের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরী হয়েছে, চিহ্ন সেই সম্পর্কের বাস্তবতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তাই, অব্রাহাম ও তার বংশধরদের সঙ্গে ঈশ্বর যে চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, ত্বকচ্ছেদ তার পক্ষে চিরস্থায়ী সাক্ষী।

১২ পদে বলা হয়েছে, *"পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের ৮-দিন বয়সে ত্বকচ্ছেদ হবে।"* অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তির চিহ্ন হিসাবে ত্বকচ্ছেদ দেবার সময়, অন্যান্য পার্শবর্তী দেশেও ত্বকচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাদের কাছে এই প্রথা ছিল পুরুষত্বে *(manhood)* প্রবেশের চিহ্ন;

তাই তা তাদের বয়ঃসন্ধির *(puberty)* সময় করা হত। কিন্তু অব্রাহামকে বলা হয় যেন সে তার সন্তানদের মাত্র ৮-দিন বয়সে ত্বকচ্ছেদ সম্পন্ন করে। এর দ্বারা এই চুক্তিতে পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সংহতির সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

১২ পদে আরও বলা হয়েছে, **"*যারা তোমার বংশ নয়, এমন পরজাতীয়দের মধ্যে তোমাদের গৃহে জাত কিংবা মূল্য দ্বারা ক্রীত লোকেরও ত্বকচ্ছেদ হবে।*"** অর্থাৎ, চুক্তির চিহ্ন হিসাবে শুরুর দিন থেকেই ত্বকচ্ছেদ পরজাতীয়দের কাছে উন্মুক্ত ছিল। এর থেকে পরিষ্কার যে, এই চিহ্ন কেবল কোন এক বিশেষ জাতির পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন *(racial badge)* ছিল না; পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে চুক্তির চিহ্ন ছিল।

১৪ পদে বলা হয়েছে, *"কিন্তু যার লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন হবে না, . . . সে লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে।"* অর্থাৎ, যে এই চুক্তির চিহ্নকে অবহেলা করবে, তার জন্য গুরুতর শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল। তাকে চুক্তির গোষ্ঠী *(Covenant Community)* থেকে পৃথকীকৃত করার কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর স্বয়ং এই চুক্তি ও চুক্তির চিহ্ন স্থির করায়, এর ভঙ্গকারীকে চুক্তির ঈশ্বরের বিচারে দাঁড়াতে হয়েছে।

ঈশতাত্ত্বিক তাৎপর্য

একটু আগে আমরা দেখেছি যে, ত্বকচ্ছেদ প্রথা অন্যান্য দেশ ও জাতির মধ্যে ইতিমধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। এই কারণে ইস্রায়েলের জাতীয় জীবনে ত্বকচ্ছেদের অনুপম (অদ্বিতীয়) ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ত্বকচ্ছেদের সঙ্গে ইস্রায়েলের ত্বকচ্ছেদের পার্থক্য কী?

(১) ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে যে চুক্তির গোষ্ঠী স্থাপন করেছিলেন, এই চুক্তির গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশের চিহ্ন ছিল ত্বকচ্ছেদ। কারণ ত্বকচ্ছেদ ছিল এই চুক্তির চিহ্ন। তাই এর দ্বারা লোকেরা চুক্তির ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কীত হত ও চুক্তির ভিতরের মানুষদের সঙ্গে সহভাগিতায় প্রবেশ করত।

(২) ত্বকচ্ছেদের দ্বারা বিশুদ্ধতার *(cleansing)* প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন হল স্বাস্থ্যবিধিসম্মত বিশুদ্ধতার একটি কাজ। তাই, পবিত্র ঈশ্বর ও অপবিত্র মানুষের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক স্থাপনেও যে বিশুদ্ধতামূলক কাজের প্রয়োজন, তা প্রকাশ করতে লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদনকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন এই সত্য উপলব্ধির দ্বারা ইস্রায়েল জাতির উচিৎ ছিল ঈশ্বরের সম্মুখে তাঁর সঙ্গে চুক্তিতে উপনীত হবার জন্য নিজেদের অযোগ্যতা স্বীকার করে নত-নম্র হওয়া; কিন্তু পরবর্তীকালে ইস্রায়েল এই চিহ্নের ভুল ব্যখ্যা করে এই চিহ্নের দ্বারা ঈশ্বরের সম্মুখে নিজেদের যোগ্যতা বা উৎকর্ষ জাহির করেছে। অর্থাৎ, যা তাদের কাছে ছিল নত-নম্রতার উৎস, তা তাদের কাছে গর্বের উৎসে রূপান্তরিত হয়েছিল।

(৩) ত্বকচ্ছেদ কেবল বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে না; বিশুদ্ধতার বাস্তব প্রক্রিয়াকেও নির্দেশ করে। মানুষ তার নিজের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে যে কেবল অপবিত্র, তা নয়; বিশুদ্ধতা লাভ করার জন্য যে তার মলিনতা বা কলুষতার বর্জন প্রয়োজন) তাও এই চিহ্নের দ্বারা নির্দেশিত। সদাপ্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর হবেন (৭ পদ), তাই ইস্রায়েলীয়দের ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হতে হবে। ইস্রায়েলের ঈশ্বর যেহেতু পবিত্র, ইস্রায়েলকেও পবিত্র হতে হবে। ত্বকচ্ছেদের মধ্যে এই যে শুচি করার দিক লুকিয়ে আছে, তা যোহন ৭.২২-২৩ পদে স্বয়ং যীশু আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এখানে, বিশ্রামবারে একজনকে সুস্থ করার জন্য যীশুর বিপক্ষরা যীশুকে দোষী করেছে। তাদের উত্তর দিতে গিয়ে যীশু মোশীর দ্বারা বিধান প্রদানেরও আগে যে ত্বকচ্ছেদ প্রথা স্থাপিত হয়েছিল, তাকে টেনে এনেছেন। যীশুর যুক্তি হল, তার বিপক্ষরা যদি বিশ্রামবারে ত্বকচ্ছেদ করতে পারে, তিনি কেন বিশ্রামবারে মানুষকে সুস্থ করতে পারবেন না? এই তুলনা করতে গিয়ে যীশু বলতে চেয়েছেন, ত্বকচ্ছেদের দ্বারা তোমরা একটি মানুষকে আংশিক সুস্থ "শুচি কর; কিন্তু আমি মানুষকে "সর্বাঙ্গীন সুস্থ করি।" অর্থাৎ ত্বকচ্ছেদ কেবল বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে না; কিন্তু চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাকে বাস্তবে প্রতীকীকৃত করে ও মুদ্রাঙ্কিত করে।

(৪) এই বিশুদ্ধ করণের কাজ পুরুষের লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদনের দ্বারা সাধন করা হত। এইভাবে, মানুষের শরীরের একটি অংশকে "কেটে ফেলার" ধর্মীয় শুচিকরণের প্রতীক আমাদের কাছে তুলে ধরে যে, শুচিকরণের জন্য বিচারের নিষ্পত্তি একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ, ত্বকচ্ছেদের দ্বারা একজন

পাপী শুদ্ধি করণের বিচার ভোগ করে।

(৫) ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ জাতি হিসাবে বিস্তার লাভ করতে ত্বকচ্ছেদ অব্রাহাম ও তার বংশধরদের জীবনে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছিল। (ক) সন্তানদের জন্ম হবার পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল যে, চুক্তির চিহ্ন তাদের প্রতি প্রয়োগ করা হবে। কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই, প্রত্যেক সন্তান তাদের শরীরে "মাংসে চুক্তির এই মুদ্রাঙ্ক" অবশ্যই লাভ করবে। (খ) যেহেতু পুরুষের যৌন অঙ্গ (যার দ্বারা কোন জাতির বিস্তার ঘটে) এই সংস্কার "অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত; সেইহেতু, সেই জাতির বিস্তারে এই প্রথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটিই একমাত্র অনুষ্ঠান, যার দ্বারা ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে সাধিত চুক্তিকে মুদ্রাঙ্কি ত করেছেন। এই চিহ্নের মাধ্যমেই বংশধরদের প্রতিজ্ঞা, দেশের প্রতিজ্ঞা ও আশির্বাদের প্রতিজ্ঞা মুদ্রাঙ্কি ত হয়েছে। (গ) ইস্রয়েলের প্রত্যেক পুরুষ শিশুকে জন্মের ৮-দিন পরে ত্বকচ্ছেদ করতে বলা হয়েছে। এর দ্বারাও জাতি হিসাবে বিস্তার লাভে ত্বকচ্ছেদ বিশেষ তাৎপর্য বহনকারী।

এর থেকে আমরা ২-টি বিষয় উপলব্ধি করি। (১) সমগ্র জাতি পাপী এবং তাদের পরিশুদ্ধি র "শুচিকরণের" প্রয়োজন আছে। পাপ কোন একজন মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, কিন্তু তা সমগ্র জাতির সমস্যা। এই সংস্কার প্রবর্তনের মুহূর্ত থেকেই, ত্বকচ্ছেদ সমগ্র জাতির অপরাধকে নির্দেশ করেছে। (২) একটা জাতির বিস্তারের সঙ্গে ত্বকচ্ছেদ সম্পর্কীত হওয়ায়, আমরা শিক্ষা পাই যে ঈশ্বর পরিবার সমূহের প্রতি আচরণ করতে চান।

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস ও ঈশতত্ত্বে ত্বকচ্ছেদ

ইস্রায়েলের পরবর্তী ইতিহাসে, ত্বকচ্ছেদ একাধারে ঈশ্বর-অভিমুখী ও মানুষ-অভিমুখী সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। ত্বকচ্ছেদ মূলতঃ ঈশ্বর ও ইস্রয়েলের মধ্যে চুক্তির চিহ্ন হিসাবে কাজ করেছে। এর অর্থ, আমরা যেন কখনও ত্বকচ্ছেদকে কেবল একটি জাতির বিশেষ চিহ্ন *(badge)* হিসাবে চিন্তা না করি;অথবা এর দ্বারা ইস্রায়েলের লোকদের মধ্যে কেবল শারিরিক সম্পর্ককে চিহ্নিত না করি। যদিও, ত্বকচ্ছেদের মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ঠ জড়িয়ে আছে;তথাপি মূলতঃ ঈশ্বর-অভিমুখী সম্পর্কই এই চিহ্নের দ্বারা প্রকাশিত। এই কারণে, ইস্রায়েলের ইতিহাসে শুরুর মুহূর্ত থেকেই, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে একজনের পদমর্যাদা এবং ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে সম্পর্কে একজনের পদমর্যাদা ত্বকচ্ছেদের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে।

ত্বকচ্ছেদের এই অর্থ মোশির দ্বারা পুনরায় বলবৎ হয়েছিল। মোয়াবের সমতলে মোশি ইস্রায়েলকে সতর্ক করে বলেছিলেন *"তোমরা আপন আপন হৃদয়ের ত্বগগ্র ছেদন কর, এবং আর শক্তগ্রীব হইও না"* (২ বিবরণ ১০.১৬)। মোশি ইস্রায়েলকে আরও বলেছেন, *"তুমি যেন সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সঙ্গে নিজ ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করে জীবন লাভ কর, এই জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হৃদয় ও তোমার বংশের হৃদয় ছিন্নত্বক করবেন"* (২ বিবরণ ৩০.৬)। অর্থাৎ, শুচিকরণের এই বাহ্যিক চিহ্ন আন্তরিক শুচিকরণেরই প্রতীক, যার জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ও প্রেমের জীবন। মোশির এই কথার দ্বারা ত্বকচ্ছেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ পেয়েছে) *"হৃদয়ের শুদ্ধি করণ"* কথা উল্লেখ করে মোশি আত্মিক শুদ্ধি করণকেই নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ, পবিত্র সৃষ্টিকর্তা ও অপবিত্র সৃষ্টবিষয়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে যে আন্তরিক শুদ্ধি করণের প্রয়োজন, তা প্রকাশ করতে ঈশ্বর ত্বকচ্ছেদ সংস্কার প্রবর্তনের সূচনা থেকেই প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এই সংস্কারের দ্বারা জগতের সামনে ত্বকচ্ছেদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের পবিত্র লোক হিসাবে পরিচিত হত। কিন্তু ত্বকচ্ছেদ লাভ করা সত্ত্বেও যখন তাদের হৃদয় পরিবর্তিত হত না, তখন তা তাদের কাছে লজ্জার বিষয় ছিল।

নিস্তারপর্বে অ-ইহূদীদের অংশগ্রহণ করতে হলে ত্বকচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তার কথা যাত্রাপুস্তক ১২.৪৩-৪৯ পদ আমাদের কাছে তুলে ধরে। এর দ্বারা আমরা যেন কখনও জাতি হিসাবে অন্যদের থেকে ইস্রায়েলের শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যখ্যা না করি; পরিবর্তে, এর ঠিক বিপরীত ব্যখ্যা যেন করি। তা হল, যে কোন ব্যক্তি ইহূদী ধর্মের সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী ছিল, যদি সে একজন ইহূদীর জন্য যে নিয়ম ছিল, সেই নিয়ম মানতে রাজি থাকত। এইভাবে, ইস্রায়েলের গোষ্ঠির মধ্যে পরজাতীয়দের অনুপ্রবেশের জন্য প্রথম থেকেই দরজা সম্পূর্ণ খোলা ছিল। এই ব্যখ্যা পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে সম্পর্কে সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য বহন করে। অনেকে বলে থাকেন যে, অব্রাহামের শারিরিক বংশধরদের জন্য

ঈশ্বরের পৃথক উদ্দেশ্য বর্তমান;যা তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী ও বাধ্য পরজাতিদের থেকে আলাদা করে। এই কথা কখনও সত্য নয়;কারণ ত্বকচ্ছেদ সংস্কার শুরু থেকেই পরজাতিদের জন্য দরজা খুলে রেখেছিল। পরজাতিরাও আর পাঁচজন ইহূদীর মত একই পদ্ধতিতে এই বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকারী ছিল। কেবল জন্ম সূত্রের দ্বারা তা অব্রাহামের বংশধরদের এক চেটিয়া অধিকার ছিল না। যে কোন বিদেশী এই সংস্কার গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল, সে তা গ্রহণের দ্বারা অব্রাহামকে তার পিতা হিসাবে লাভ করত ও একজন ইস্রায়েলীয়ের অধিকার পেত।

একজন ছিন্নত্বক পরজাতির এইভাবে নিস্তারপর্বে অংশগ্রহণকে আমরা হালকাভাবে নিতে পারি না। কারণ, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যারা নিস্তারপর্বের মেষ ভোজন করেছিল, তারা সকলেই সেই সংহারকর্তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের সঙ্গে সহভাগিতার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। তাই, প্রত্যেক পরজাতি বা বিদেশীকে, অন্যান্য ইহূদীর ন্যায়, ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হওয়ার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। তাদের পাপময়তার পরিস্থিতি থেকে যথার্থ শুচি হওয়া প্রয়োজন।

যিহোশূয় থেকে ২ রাজাবলিতে এই বিষয় একইভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইস্রায়েল যখন প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করে, তখন তারা অছিন্নত্বক অবস্থায় সেখানে পৌঁছায়। অবিশ্বাসী প্রজন্ম প্রান্তরে মারা গেছে, এবং নতুন প্রজন্ম তখনও পর্যন্ত ত্বকচ্ছেদ লাভ করেনি। তাই, ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি ব্যধ্যতায় সমস্ত ইস্রায়েল শত্রুপক্ষের মাটিতেই ত্বকচ্ছেদ গ্রহণ করে (যিহোশূয় ৫.২-৯)। এই কাজ বা ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা করে সদাপ্রভু সেদিন যিহোশূয়কে বলেছিলেন, *"আজ আমি তোমাদের থেকে মিসরের দূর্নাম গড়িয়ে দিলাম (rolled away)"* (৯ পদ)। এই ঘটনাকে চিরকাল স্মরণে রাখার জন্য স্থানটির নাম "গিলগল" (গড়ান) রাখা হল। ইস্রায়েলের দূর্নামকে দূর করার ন্যায় ত্বকচ্ছেদ সংস্কারে লিঙ্গাগ্রচর্ম দূর করা হল।

আবার, পুরাতন নিয়মের ইতিহাস পুস্তকগুলিতে বারংবার *অছিন্নত্বক* পলেষ্টীয়দের পাপপূর্ণ বৈশিষ্ঠের সঙ্গে ঈশ্বরের *ছিন্নত্বক* প্রজাদের পবিত্রতার তুলনা করা হয়েছে। ইস্রায়েলের পলেষ্টীয় শত্রুদের বারংবার "অছিন্নত্বক" বলা হয়েছে। গলিয়াদকে "অছিন্নত্বক পলেষ্টীয়" বলা হয়েছে (১ শমূ ১৭.২৬, ৩৬)। "অছিন্নত্বকদের" হাতে ধরা পরার পরিবর্তে শৌল মরতে চেয়েছে (১ শমূ ৩১.৪)। দাউদ শৌলের মৃত্যু-সংবাদ পলেষ্টীয়দের এলাকায় প্রকাশ করতে নিষেধ করেথে, পাছে "অছিন্নত্বকদের" কন্যারা উল্লাস করে (২ শমূ ১.২০)। এই সমস্ত স্থানে "অছিন্নত্বক" কথার দ্বারা কেবল সেই সমস্ত ব্যক্তিদের কেবল "অ-ইহূদী বৈশিষ্ঠকে" নির্দেশ করা নয়; কিন্তু তাদের দূষণ, কলুষতা ও অযোগ্যতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে, ইস্রায়েলের ভাববাদীরা এই একই অর্থ প্রকাশ করতে "ত্বকচ্ছেদের উপমা" ব্যবহার করেছে। যিহূদার লোকদের "*সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ছিন্নত্বক হতে ও হৃদয়ের ত্বক্ দূর করতে*" (যির ৪.৪) বলা হয়েছে। তারা যদিও ইতিপূর্বে ত্বকচ্ছেদ লাভ করেছে বা জাতি হিসাবে ত্বকচ্ছেদের চিহ্ন যদিও তাদের শরিরে আছে;তথাপি তাদের অধার্মিকতা থেকে ধার্মিকতার জীবন-যাত্রায় পরিবর্তণ ঘটেনি। তাই তাদের জীবনে এই শুদ্ধি করণ, যার প্রতীক ত্বকচ্ছেদ, একান্ত প্রয়োজন।

পুরাতন নিয়মের এই সমস্ত উদাহরণ থেকে আমাদের কাছে যে বিষয়টি পরিষ্কার, তা হল, ত্বকচ্ছেদ সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নির্দেশ করে। কোন জাতির সদস্যপদ লাভের উপায় হিসাবে এই সংস্কার কখনও সামান্য রীতি-নীতিতে পরিণত হয়নি। এর শুরু থেকে এবং সমগ্র ইস্রায়েলের ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তির চিহ্ন হিসাবেই ত্বকচ্ছেদ কাজ করেছে।

পুরাতন নিয়মের এই প্রতীক নতুন নিয়মে পূর্ণতা লাভ করেছে

অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির মুদ্রাঙ্কের সমস্ত প্রতীকী-সত্য নতুন নিয়মে পূর্ণতা লাভ করেছে। নতুন নিয়মের বিভিন্ন শাস্ত্রাংশ পরিষ্কারভাবে বলে যে, পুরাতন নিয়মের এই চিহ্ন নতুন নিয়মে বাস্তব সম্পূর্ণতা *(consummating)* লাভ করেছে। এবং নতুন নিয়মের অন্যান্য অংশ পরোক্ষভাবে এই চিহ্নের সঙ্গে জড়িত তাৎপর্য বর্ণনা করেছে।

এই সংস্কারের গুরুত্ব এতখানি যে যীশু খ্রীস্ট স্বয়ং ত্বকচ্ছেদ লাভ করেছিলেন। যদিও নতুন-চুক্তির আশীর্বাদ যীশু এনেছেন; তথাপি "পুরাতন চুক্তির বিষয়গুলি

বেপরোয়াভাবে দূর করে দেওয়া হয়নি।" "*ব্যবস্থার অধীন লোকদের মুক্ত করতে, ঈশ্বর নিজের পুত্রকে প্রেরণ করলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হলেন*" (গালা ৪.৪)। আমরা জানি, যীশু পবিত্র-আত্মার দ্বারা গর্ভস্থ হয়েছিলেন এবং তিনি কোন পাপ জানেননি (২ করি ৫.২১)। তবুও "*সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করতে*" (মথি ৩.১৫) তিনি শুচিকরণের সংস্কার পালন করেছিলেন। তাঁর প্রজাদের বাধ্যবাধকতা নিজের উপর তুলে নেবার চিহ্ন হিসাবে যীশু প্রথমে ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হন এবং পরে যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন।

জন্মের ৮-দিন পরে যীশু যখন ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর নামকরণও করা হয় (লুক ২.২১)। এই দুটি কাজ এক সঙ্গে সাধিত হওয়া থেকে আমরা খ্রীস্টের ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হওয়ার তাৎপর্য উপলব্ধি করি। তাঁর নাম "*যীশু*" যার অর্থ '*সদাপ্রভু রক্ষা*' '*ত্রাণ করেন*।" এর অর্থ, তিনি তাঁর নিজের জন্য ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হননি, কিন্তু সেই সমস্ত পাপী মানুষদের জন্য, যাদের তিনি ত্রাণ করতে চলেছেন।

ত্বকচ্ছেদের বাহ্যিক পদ্ধতি (লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন) থেকে মুক্ত হবার সত্য প্রেরিতদের কার্যবিবরণে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন পরজাতিদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার সাধিত হচ্ছিল। এই সময় ছিন্নত্বক ইহূদী বিশ্বাসীরা একটি ঘটনায় বিস্মিত হয়। ঘটনাটি হল, অছিন্নত্বক পরজাতিদের মধ্যে পরিশুদ্ধির পবিত্র-আত্মা বাস করতে শুরু করেন (প্রেরিত ১০.৪৪-৪৮)। এখন সংস্কারের বাহ্যিক রূপায়ণ ছাড়াই যখন "*আমি তোমাদের ঈশ্বর হব*" চুক্তির এই প্রতিজ্ঞা মানুষের জীবনে পূর্ণ হতে শুরু করল, তখন পরজাতিদের ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হবার জন্য জোর করার কোন সঙ্গত কারণ অবশিষ্ঠ থাকল না। তাই, নতুন চুক্তিতে পরজাতিদের খ্রীস্ট বিশ্বাসী হবার পূর্বে বাহ্যিকভাবে ইহূদী হবার কোন প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে, ইহূদী ও পরজাতি, উভয়েই কেবল বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীস্টের সঙ্গে একীভূত হয়ে নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। পরে জেরুশালেম সম্মেলনে এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুমোদন করা হয়। তাই যারা বলছিল যে মোশির বিধান অনুসারে ছিন্নত্বক না হলে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না (প্রেরিত ১৫.১), তাদের এমন উত্তর দেওয়া হল, "*ঈশ্বর যিনি অন্তঃকরণ জানেন, তিনি তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমাদের যেমন, তেমনি তাদেরকেও পবিত্র-আত্মা দান করেছেন;এবং আমাদের ও তাদের মধ্যে ইতর বিশেষ রাখেননি, বিশ্বাস দ্বারাই তাদের চিত্ত শুচি করেছেন*" (১৫.৮-৯)।

একবার এই নীতিকে স্বীকার করার পর, একে উল্টানো সম্ভব নয়। ঈশ্বরের লোকদের উপর আর কখনও ত্বকচ্ছেদের বাহ্যিক পদ্ধতি চাপানো যাবে না। তাই, ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হবার অযৌক্তিকতাকে পৌল কঠিন ভাষায় সমালোচনা করে বলেছেন, "*যদি তোমরা ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খ্রীস্ট থেকে তোমাদের কিছুই লাভ হবে না*" (গালা ৫.২)। অবশ্য একে সমস্ত মানুষের জন্য বলবৎ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ জেরুশালেম সম্মেলনের রায় ঘোষিত হবার অল্প পরেই পৌল নিজে তীমথিয়কে ত্বকচ্ছেদ লাভ করতে আজ্ঞা করেছেন (প্রেরিত ১৬.৩)। এমন পদ্ধতি অনুসরণ করে পৌল যে সত্য আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, তা হল "*সর্বত্র কতকগুলি মানুষকে পরিত্রাণ করবার জন্য আমি সর্ব জনের কাছে সর্ববিধ হলাম*" (১ করি ৯.২২)। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পরিত্রাণ লাভের প্রশ্নে, ত্বকচ্ছেদের বাহ্যিক পদ্ধতির অবসান ঘটেছে। নতুন নিয়ম এ বিষয়ে পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়।

অবশ্য, ত্বকচ্ছেদের বাহ্যিক পদ্ধতি যে সত্যের প্রতীক, তা নুতুন-চুক্তির বিশ্বাসীর জীবনে নিশ্চিত তাৎপর্য বহন করে। খ্রীস্ট বিশ্বাসীর জীবনে মলিনতা থেকে শুচি হওয়া ও চুক্তির গোষ্ঠিতে অনুপ্রবেশ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নিয়মের বিভিন্ন অংশে এ কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

(১) রোমীয় ৪.৩, ৯-১২) এখানে ১১ পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরাতন নিয়মের ত্বকচ্ছেদ-চিহ্ন মূলতঃ পুরাতন চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কীত। অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ধার্মিকতার মুদ্রাঙ্ক হিসাবে ত্বকচ্ছেদ-চিহ্ন লাভ করেছিল। অব্রাহামের সত্য ধার্মিকতা সরাসরি ত্বকচ্ছেদের বাহ্যিক প্রতীকের সঙ্গে জড়িত। অব্রাহামের ধার্মিকতাকে মুদ্রাঙ্কিত করার জন্য এই বাহ্যিক চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল। এর পর শাস্ত্র অব্রাহামের দু-ধরণের পিতৃত্বকে তুলে ধরেছে। (ক) ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত না হয়েও, যাদের বিশ্বাস আছে (অর্থাৎ, বিশ্বাসী পরিজাতি), অব্রাহাম তাদের পিতা। এবং (খ) যারা ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়েছে এবং অব্রাহামের ন্যায় বিশ্বাসে

পথ চলে (অর্থাৎ, বিশ্বাসী ইহূদী), অব্রাহাম তাদেরও পিতা।

(২) রোমীয় ২.২৫-২৯) এখানেও নতুন-চুক্তির মূল সত্য ও পুরাতন-চুক্তির বাহ্যিক চিহ্নের মধ্যে সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। (ক) পুরাতন-চুক্তির চিহ্নের কোন মূল্য নেই, যদি না সত্য ধার্মিকতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকে। ২৫ পদানুসারে, "*বাস্তবিক ত্বকচ্ছেদে লাভ আছে বটে, যদি তুমি ব্যবস্থা পালন কর;কিন্তু যদি ব্যবস্থা লঙঘন কর, তবে তোমার ত্বকচ্ছেদ অত্বকচ্ছেদ হয়ে পড়ল।*" (খ) যে ব্যক্তি নতুন-চুক্তির মাধ্যমে ধার্মিকতার সত্য উপলব্ধি লাভ করেছে, তাকে "ছিন্নত্বক" বলা যাবে, যদিও বাস্তবে বাহ্যিক আকারে কখনও তার ত্বকচ্ছেদ হয়নি। (গ) পুরাতন-চুক্তিতে বাইরে ত্বকচ্ছেদের প্রতীকের দ্বারা কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুমোদন পায় না। কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা হৃদয়ের সত্য ত্বকচ্ছেদই ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করে (২৮, ২৯ পদ)।

এই সমস্ত পদ থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, নতুন চুক্তিতেও ত্বকচ্ছেদ গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। বাহ্যিক সংস্কার হিসাবে গুরুত্ব নয়, কিন্তু সত্য ধার্মিকতার প্রতীকী প্রতিনিধি হিসাবে গুরুত্ব। পুরাতন নিয়মে ত্বকচ্ছেদ হল বিশ্বাসের দ্বারা যে ধার্মিকতা লাভ হয়, তার প্রতীক। নতুন চুক্তিতে, ঈশ্বরের লোকদের ত্বকচ্ছেদ নামক বাহ্যিক সংস্কারের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই সংস্কার যে সত্যের প্রতীক, তার সত্য প্রকাশ বিশ্বাসীর হৃদয়ে থাকতেই হবে।

(৩) ফিলিপীয় ৩.৩) এখানে পৌল নতুন চুক্তির মূল সত্যের সঙ্গে পুরাতন চুক্তির ত্বকচ্ছেদ প্রতীকের মধ্যে ঘনিষ্টতম সমান্তরাল রেখা টেনেছেন। পৌল বলেছেন, "*আমরাই তো ছিন্নত্বক লোক।*" যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মায় আরাধনা করে, সে পুরাতন চুক্তির শুচিকরণের সংস্কারের বাস্তবতা উপভোগ করে।

নতুন নিয়মে আরও একটি বিষয় আমাদের চোখে পরে। "*মুদ্রাঙ্ক* "শব্দটির দ্বারা ত্বকচ্ছেদ সংস্কার ও বিশ্বাসীর হৃদয়ে পবিত্র-আত্মার বসবাস, এই উভয় ঘটনাকেই বর্ণনা করা হয়েছে। রোমীয় ৪.১১ পদে পৌল ত্বকচ্ছেদকে "*বিশ্বাসের ধার্মিকতার মুদ্রাঙ্ক*" বলেছেন। আবার, ২ করি ১.২২ পদে, "*তিনি (ঈশ্বর) আমাদের মুদ্রাঙ্কিত ও করেছেন, এবং আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে বায়না দিয়েছেন।*" ইফিষীয় ১.১৩ পদে, "*তাঁহাতে বিশ্বাসও করে সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়েছ*"। ইফিষীয় ৪.৩০ পদে, "*ঈশ্বরের সেই পবিত্র-আত্মাকে দুঃক্ষিত কর না, যাঁহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হয়েছ।*"

এখন, ত্বকচ্ছেদের মুদ্রাঙ্ক এবং পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্ক হল পুরাতন ও নতুন চুক্তির দুটি শুচিকরণ সংস্কারের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি। তাই, নতুন চুক্তির বাপ্তিষ্মের দ্বারা পুরাতন চুক্তির ত্বকচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত *(replaced)* হয়েছে। পুরাতন চুক্তির শুচিকরণের সংস্কারের বদলে নতুন চুক্তির শুচিকরণের সংস্কার এসেছে। ত্বকচ্ছেদ ও বাপ্তিষ্মের মধ্যে এই সম্পর্ক কলসীয় ২.১১-১২ পদে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে, *তাঁহাতে (খ্রীস্টে)* কথাটি বারংবার (৯, ১০, ১১, ১২ পদ) ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ত্বকচ্ছেদে খ্রীস্টের সঙ্গে একীভূত হওয়াকে কেন্দ্র করে বাপ্তিষ্মের সঙ্গে ত্বকচ্ছেদের সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। ১১ পদে বলা হয়েছে যে, নতুন চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীরা ত্বকচ্ছেদের অভিজ্ঞতা লাভ করে) "*খ্রীস্টের ত্বকচ্ছেদে তোমরা ছিন্নত্বক হয়েছ।*" এর অর্থ অবশ্যই বাহ্যিক ত্বকচ্ছেদ নয়, কিন্তু মলিনতা থেকে শুচীকৃত হবার বাস্তব উপলব্ধি, যার প্রতীক হল এই সংস্কার। এই ত্বকচ্ছেদ *কোন হাতের দ্বারা সাধিত হয়নি (অহস্তকৃত)।* এর মধ্যে কোন মানুষের কোন কাজ লুকিয়ে নেই। পরিবর্তে, ঈশ্বর নিজে বিশ্বাসীর হৃদয়ে শুচিকরণের এই কাজ সাধন করেছেন।

এর পর পৌল খ্রীস্ট বিশ্বাসীর জীবনে এই ত্বকচ্ছেদের তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। একে পৌল *"মাংসের দেহের বস্ত্রবৎ পরিত্যাগের"* সঙ্গে তুলনা করেছেন। একে ত্বকচ্ছেদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ ত্বকচ্ছেদ পদ্ধতিতে লিঙ্গাগ্রচর্মকেপরিত্যাগ করা হয়, যাকে মাংসের মলিনতা হিসাবে চিন্তা করা সম্ভব। এর দ্বারা পৌল ত্বকচ্ছেদ পদ্ধতির মধ্যে যে গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে আছে, তা তুলে ধরেছেন। লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদনের দ্বারা মানুষের মধ্যে অবস্থানকারী পাপময় প্রকৃতির তীব্র অপসারণ প্রকাশ পেয়েছে। এই একই তাৎপর্য এখন বাপ্তিষ্মের সংস্কারের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

পৌলের কথানুসারে, নতুন চুক্তির এই ত্বকচ্ছেদ বিশ্বাসীর জীবনে "*খ্রীস্টের ত্বকচ্ছেদে*" সাধিত হয়েছে। "খ্রীস্টের ত্বকচ্ছেদ" কথার অর্থ দুটি হতে পারে। (ক) যীশু নিজে

যে ত্বকচ্ছেদ লাভ করেছিলেন;অথবা (খ) যীশু যে ত্বকচ্ছেদ প্রবর্তিত করেছিলেন। এখানে পৌল বলছেন যে, খ্রীস্টে বাপ্তিস্মের সময় পুরাতন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করার দ্বারা বিশ্বাসী "ত্বকচ্ছেদের" অভিজ্ঞতা লাভ করে। অর্থাৎ, "খ্রীস্টের ত্বকচ্ছেদের" দ্বারা নতুন চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য খ্রীস্ট যে ত্বকচ্ছেদ পদ্ধতি স্থাপন করেছেন, তাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

এরপর পৌল বলেছেন, "*তোমরা ছিন্নত্বক হয়েছ . . . বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছ।*" এর দ্বারা পৌল ছিন্নত্বক হওয়া ও বাপ্তিস্ম লাভ করাকে একই সঙ্গে সাধিত হবার কথা বলেছেন। খ্রীস্ট বিশ্বাসী বাপ্তিস্মের পর ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। পরিবর্তে, দুটি কাজকে একই সঙ্গে সাধিত হবার বিষয় হিসাবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। পুরাতন চুক্তিতে শুচিকরণের সংস্কার নতুন চুক্তিতে শুচিকরণের সংস্কারে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই, এখানে পৌল বলতে চেয়েছেন যে, "*বাপ্তিস্মে তোমরা যখন তাঁর সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছিলে, তখন তোমরা ছিন্নত্বক হয়েছিলে।*" অথবা "*বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত হবার দ্বারা তোমরা ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়েছিলে।*"

এর দ্বারা পৌল ত্বকচ্ছেদ ও বপ্তিস্মের সংস্কারকে ঘনিষ্টতম বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। পৌল এই দুটি সংস্কারের একটির উপর অন্যটিকে কেবল স্থাপন করেছেন। এখানে, পুরাতন চুক্তিতে ত্বকচ্ছেদের দ্বারা যে সমস্ত বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল, নতুন চুক্তিতে বাপ্তিস্মের দ্বারা তার সমস্তই সাধিত হয়েছে। তাই, বপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারা বিশ্বাসী ত্বকচ্ছেদ সংস্কারের সমান শুচিকরণ লাভ করে। তাই, মাংসের দেহের পরিত্যাগের দ্বারা খ্রীস্টের ত্বকচ্ছেদে অংশগ্রহণ করা এবং বিশ্বাসে তাঁর সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত হওয়া ও তাঁর সঙ্গে উত্থাপিত হওয়া একই কথা। তা যদি সত্য হয়, আমরা যে শেষকথা বলতে পারি, তা হল, বাহ্যিক সংস্কার হিসাবে এই দুটি চিহ্ন একই আভ্যন্তরীন বাস্তবতা বা সত্যের প্রতীক। তাই, ত্বকচ্ছেদকে বিনা দ্বিধায় পুরাতন চুক্তির খ্রীস্টীয় বাপ্তিস্ম বলা যেতে পারে।

সমগ্র বাইবেলের শিক্ষানুসারে ত্বকচ্ছেদ সম্বন্ধে এই সঠিক উপলব্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ)

(১) ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আমরা যদি একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করি, খ্রীস্ট ধর্মই হল মূল বৃক্ষ;যা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বর্তমান ইহুদী ধর্ম খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে এই মূল বৃক্ষের শাখায় *(sect)* রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ত্বকচ্ছেদ ও বাপ্তিস্মের মধ্যে সম্পর্ককে অস্বীকার করলে, এই সত্যের বিপরীতে খ্রীস্ট ধর্মই শাখা *(sect)* হিসাবে পরিগণিত হয়।

(২) খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা শিশু-বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে আশঙ্কা বা সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন, তাদের যে সত্য উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, ঈশ্বর যখন অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি করেন, তিনি সেই চুক্তিকে কেবলমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত বিশ্বাসী অব্রাহামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি;কিন্তু তখনও জন্ম নেয়নি, এমন প্রজন্ম পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন। এখন ঈশ্বর যখন এমনটি চেয়েছেন, অব্রাহাম কে যে এর বিরোধিতা করে তার সন্তানদের জন্য এই উপহারকে অস্বীকার করবে? অব্রাহামের সেই ক্ষমতা নেই। এমন কি, মানুষের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত পারিবারিক সংহতির এই নীতি সম্বন্ধে অব্রাহাম ঈশ্বরকে প্রশ্ন পর্যন্ত করেনি। অবাক লাগে, যে পরিত্রাণ আমরা আমাদের সৎকাজের দ্বারা লাভ না করতে পারার স্বীকারোক্তির পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, তা আমাদের সন্তানদের প্রতি প্রয়োগ করতে আমরা দ্বিধা করি। তাহলে, আমাদের স্বীকারোক্তি কি সত্য? ঈশ্বরের গৌরব হোক, তিনি তাঁর আশীর্বাদ কেবল আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, আমাদের বংশধরদের প্রতিও প্রতিজ্ঞা করেছেন।

(O. Palmer Robertson-এর *The Christ of the Covenants* নামক বই থেকে অনেক বিষয় নেওয়া হয়েছে)